প্রতিরোধাত্মক মতবাদ
(Preventive or Deterrent Theory)

শাস্তির ফলে অপরাধ প্রতিহত হয়— এই ধারণাই প্রতিরোধাত্মক মতবাদে প্রকাশিত হয়েছে। অপরাধ প্রতিরোধ করাই শাস্তির উপযোগিতা। শাস্তিদানের মধ্যে যদি এই উপযোগিতা থাকে তাহলেই শাস্তির নৈতিক মূল্য স্বীকার করা যাবে। বেন্থামের উপযোগবাদের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে এই মতবাদে।

বেন্থামকে উপযোগবাদের প্রথম প্রবক্তা বলা হয়। তাঁর মতে যে কাজ বহু মানুষের হিতকারী সেই কাজই নীতিগতভাবে ভালো। এই জাতীয় কাজই আমাদের করণীয়। সুখ ও দুঃখের মধ্যে দুঃখের হ্রাস ও সুখের বৃদ্ধিই একমাত্র নৈতিক আদর্শ হতে পারে। আইনের সাহায্যে যখন শাস্তিবিধান করা হয় তখনও তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জগতে সর্বাধিক সুখসৃষ্টি করা। অপরাধ ও শাস্তিবিধান প্রসঙ্গে বেন্থাম এই উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করেছিলেন। অপরাধ তাকেই বলা হয় যা সমাজে দুঃখ সৃষ্টি করে। অবশ্য অপরাধী নিজে তার মধ্য দিয়ে সুখভোগ করে। শাস্তিদানের উদ্দেশ্য হল অপরাধীর এই বিকৃত সুখলিপ্সাকে রোধ করা। অপরাধী সংযত হলে বৃহত্তর সমাজের দুঃখের কারণও আর থাকে না এবং সমাজে সুখের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শাস্তি যে শুধুমাত্র অপরাধীকে সংযত করে তা নয়। সমাজের অন্যান্য মানুষের মধ্যে শাস্তি এমন একটি বার্তা বহন করে যার ফলে অপরাধপ্রবণ মানুষের অপরাধ প্রবণতা সংযত হয়। শাস্তি তাই শুধু যে অপরাধীকে শিক্ষা দেয় তা নয়, সমগ্র মানবসমাজের হিতসাধন করে।

শাস্তির উপযোগিতা আছে একথা যাঁরা স্বীকার করেন তারা দু'রকম শাস্তিতত্ত্ব প্রচার করে থাকেন যার একটির নাম 'প্রতিরোধাত্মক মতবাদ'। এই মতবাদ অনুসারে সমাজ আইনের মাধ্যমে শাস্তিবিধান করে সমাজে ভীতির আবহ সৃষ্টি করে যাতে অন্যান্য সম্ভাব্য অপরাধী অপরাধ করা থেকে বিরত হয়। তবে শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমেই শাস্তির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় না। অপরাধীকে তাই বাস্তবিক

Scanned with CamScanner

শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি ভোগ অপরাধীর কাছে যে ক্লেশ এনে দেয় তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা সমস্ত সমাজকে সংযমের শিক্ষা দেয়।

সুতরাং আলোচ্য মতবাদ অনুসারে সমাজে অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যেই শাস্তি দেওয়া হয়। একজন ব্যক্তি যে অপরাধ করেছে সেই অপরাধকে দমন করার প্রশ্ন ওঠে না। তবে ভবিষ্যতে যাতে একই রকম অপরাধ আর না ঘটে সেইজন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে সমাজকে শিক্ষাদান করাই শাস্তির উদ্দেশ্য। এই শিক্ষার জন্য একজন অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে সমাজের সামনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। এই মতবাদ কঠোর শাস্তিকে অনুমোদন করে কারণ কঠোর শাস্তি সমাজের অন্য মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে পারে। শাস্তির নির্মম কঠোরতা মানুষকে অনুরূপ অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে। শাস্তি তখনই সার্থক যখন তা মানুষকে সংযত হবার শিক্ষা দেয় এবং অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করে। অপরাধী এখানে শুধুই একটি দৃষ্টান্ত বা সমাজশিক্ষার হাতিয়ার। অপরাধকে প্রতিরোধ করা যেহেতু শাস্তির উদ্দেশ্য তাই এই মতবাদকে প্রতিরোধাত্মক মতবাদ বলা হয়।

অবশ্য সমস্ত মানুষ শাস্তির যোগ্য নয়। তার কারণ সমাজে এমন কিছু কিছু মানুষ আছে শাস্তি যাদের কাছে ভীতির বার্তা বহন করে না। যেমন, অপরিণত শিশু ও বিকৃতমস্তিষ্কের কাছে শাস্তি যেন অর্থহীন। তাদের শাস্তিদানের মাধ্যমে তাদের অথবা সমাজের কোন কল্যাণ সাধিত হয় কিনা সন্দেহ। তাছাড়া অপরাধীর কাজ যেখানে পূর্ণমাত্রায় ঐচ্ছিক নয়, বরং পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত সেখানে শাস্তি একইভাবে অনর্থক হয়ে পড়ে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই শাস্তি অপরাধীকে সন্ত্রস্ত করে না এবং তার দ্বারা সমাজকল্যাণ সাধিত হয় না।

প্রতিরোধাত্মক মতবাদের মধ্যে কয়েকটি প্রত্যাশা আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমত: এই শাস্তিতত্ত্ব আশা করে যে একজন অপরাধীকে শাস্তি দানের মাধ্যমে তাকে পুর্ণবার অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যাশা করা হয় যে একজন অপরাধীর শাস্তিভোগের ফলে অন্যান্য অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। আমরা বিচার করে দেখাব এই দুটি প্রত্যাশার কোন ভিত্তি আছে কিনা।

অপরাধীকে শাস্তিদানের ফলে অপরাধের পুণরাবৃত্তি হবে না— একথা দুভাবে সত্য হতে পারে। প্রথমতঃ আমরা আশা করতে পারি যে শাস্তিভোগের ফলে অপরাধীর চিত্তশুদ্ধি হয় যার ফলে ভবিষ্যতে সে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু প্রত্যাশার কি কোন ভিত্তি আছে? শাস্তি কখনও অপরাধীর মনে অনুশোচনার সৃষ্টি করে না। একমাত্র অনুশোচনাই অপরাধীর হৃদয়কে নির্মল করতে পারে।

Scanned with CamScanner

...র অন্তরালে যে অপরাধীকে নিক্ষিপ্ত করা হয় তাকে আমরা ক্লেশ ভোগ ...র কথা বলি। এই ক্লেশ তাকে যন্ত্রণা দেয়, অনুতপ্ত করে না। সুতরাং দণ্ডিত ...র চিত্তশুদ্ধির প্রশ্ন অবান্তর বলে মনে হয়।

...দ্বিতীয়ত, অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যেতে পারে যদি অপরাধীকে সমাজ ...বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় অর্থাৎ সমস্ত জীবন ধরে তাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা ...এইভাবেই সমাজকে এই দূষণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। এখন ...সঞ্চালিত দূষণ থেকে মুক্তির এই পদ্ধতি যে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হবে একথা ...র করা যায় না। কিন্তু সব অপরাধের মাত্রা সমান নয়। তাই লঘু অপরাধে ...জীবন কারাদণ্ড বিধেয় নয়। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধী যখন মুক্তিলাভ করে ...সে অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে যায় এমন প্রত্যাশা অলীক। সুতরাং ...ধের বিরতিই যদি শাস্তিদানের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেই উদ্দেশ্য এইভাবে সিদ্ধ ...বে না।

প্রতিরোধাত্মক মতবাদের যাঁরা সমর্থক তাঁদের অপর প্রত্যাশাটি হল আমরা ...বিধান করি যাতে সমাজের অন্য মানুষ তার থেকে শিক্ষালাভ করে। এই ...ও অমূলক। একথা যদি সত্য হত তাহলে সমাজের যাবতীয় কলুষ এতদিনে ...হয়ে যেত এবং একটি নতুন নিষ্কলুষ সমাজ আত্মপ্রকাশ করত। তা হয়নি। ...ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনীতে বলা হচ্ছে যে চুরি করার অপরাধে যখন প্রকাশ্যে ...জন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তখন সেই শাস্তির প্রাঙ্গণেই একজন ব্যক্তি ...নের অর্থ চুরি করেছে। সুতরাং দৃষ্টান্ত মানুষের অপরাধ প্রবণতাকে কোনভাবে ...ন করতে পারে না। জঘন্যতম অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড কি অন্য মানুষকে একই ...ম অপরাধ করা থেকে নিরস্ত করতে পেরেছে?

প্রতিরোধাত্মক শাস্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে আরও নানা সমালোচনা করা হয়। যেমন,

(১) এই মতবাদ ভীতিকেই মানুষের নৈতিক জীবনের ভিত্তি বলে মনে করে। ...খানে মনে করা হয়েছে যে কঠোর শাস্তির নির্মম দৃষ্টান্ত মানুষের মনে ভীতির ...ঞ্চার করে। এই ভীতি মানুষকে এইরকম অপরাধমূলক কাজ থেকে নিবৃত্ত ...রে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভীতি কখনও নৈতিকতার ভিত্তি হতে পারে না। ...মানুষের বুদ্ধি বা বিবেক যদি নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয় তা হলে শুধুই ভীতি ...কে নৈতিক পথে ঠেলতে পারে, কিন্তু নীতির পথ তাকে আকর্ষণ করবে না। তাই ...র নৈতিকতা ভীতিতে আশ্রিত তা মানুষকে চিরন্তনভাবে নৈতিক করে তুলতে ...পারে না।

(২) উপযোগিতাই যদি শাস্তিদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে উপযোগিতার ...স্বার্থে শাস্তি কখনও কখনও সম্পূর্ণ অনৈতিক হয়ে পড়বে। অন্যের মনে ভীতি সৃষ্টি

করার জন্য একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে হয়তো অনুরূপ অপরাধের পুণরাবৃত্তি বন্ধ হয়। কিন্তু এই উপযোগিতা একথা প্রমাণ করতে পারে না যে নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তিদান একটি নৈতিক ক্রিয়া। অতএব শাস্তিদানের যৌক্তিকতা শাস্তির উপযোগিতার মধ্যে অনুসন্ধান করা নিরর্থক।

একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার ফলে সামাজিক দাঙ্গা প্রশমিত হতে পারে। কিন্তু প্রতিরোধাত্মক মতবাদের এই দিকটি সাধারণভাবে স্বীকৃত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। সাধারণ মানুষ মনে করে যে সামাজিক কল্যাণের তুলনায় ব্যক্তির অধিকারই বড় কথা। আলোচ্য শাস্তিতত্ত্বে শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে অপরাধীর কোন গুরুত্ব নেই। তার যদি কোন গুরুত্ব থাকে তা এটুকুই যে তার শাস্তিভোগ সমাজের কাছে একটি দৃষ্টান্ত। কান্ট একথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলেছিলেন যে মানুষকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। মানুষের স্বগত মূল্য আছে। তাই দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমাজের কল্যাণ কামনায় অপরাধীকেও উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রতিরোধাত্মক মতবাদে এইভাবে মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়ন হয়েছে। মনুষ্যত্বের অবমাননার তুল্য অপরাধ খুব কমই আছে। সমাজ বা আইন যখনই মানুষকে নীতিশিক্ষার দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করে তখন সমাজকেই যেন অপরাধী বলে মনে হয়।

(৩) এই শাস্তিতত্ত্বে শাস্তিবিধান করার উদ্দেশ্য অপরাধীকে স্পর্শ করে না। প্রতিরোধাত্মক মতবাদের মূল কথাটি একজন বিচারকের একটি উক্তির মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন— ‘You are not punished for stealing sheep, but in order that sheep may not be stolen’ অর্থাৎ মেষ চুরি করার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, বরং আর কোন লোক যাতে কখনও মেষ চুরি না করে সেইজন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় কিভাবে শাস্তির ক্ষেত্রে অপরাধী অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

Scanned with CamScanner

(১) শাস্তি সম্পর্কিত প্রতিরোধাত্মক মতবাদ **(Deterrent or Preventive Theory of Punishment)** ঃ এই ধরনের মতবাদের মৌল উদ্দেশ্য হল—অপরাধের প্রতিকার নয়, অপরাধের প্রতিরোধই (Deterrance) হল শাস্তিদানের মূল চাবিকাঠি। প্রতিরোধাত্মক মতবাদের সমর্থকগণ তাই দাবী করেন যে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় এ কারণেই যে, সমাজ বা রাষ্ট্রের অন্য ব্যক্তিরা যাতে একই ধরনের অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত না করে। কারণ, সমাজের অপরাপর ব্যক্তিরা যদি জানে যে, এরূপ ক্রিয়া করার জন্য এরূপ শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাহলে তারা মনে করতে পারে যে এরূপ আচরণ করলে আমারও অনুরূপ শাস্তি হবে। এজন্যই তারা অনুরূপ অপরাধ ক্রিয়া সম্পন্ন করা থেকে বিরত থাকে, এবং সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এভাবেই সমাজও শাস্তি প্রদানের ভয় দেখিয়ে মানুষকে অপরাধ কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত করে। অধ্যাপক লিলি (Lillie) তাই তাঁর *An Introduction to Ethics* গ্রন্থে বলেছেন—"কাউকে শাস্তি দেওয়ার অর্থই হল তার দৃষ্টান্তগুলি অপর ব্যক্তিদের একই রকম অপরাধ ক্রিয়া সম্পন্ন করা থেকে বিরত করে 'the purpose of punishing any one who has done wrong is to deter others from doing the same wrong. W. Lillie : *An In troduction to Ethics* : P 252)"।

এরূপ মতবাদের উদ্দেশ্যই হল অপরাধীকে একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করা। এরূপ দৃষ্টান্ত (example) দেখেই অপরাধী নিজেকে অপরাধ কর্ম থেকে সংযত করবে। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) তাঁর ***A manual of Ethics*** গ্রন্থে এই বিষয়টিকে আরো সহজভাবে উপস্থাপিত করেছেন একজন বিচারকের ভেড়া চোরের অপরাধীকে শাস্তি দানের মাধ্যমে। সেখানে বিচারকের রায়ে যেন এটাই প্রকাশিত হয়েছে যে—"তোমাকে ভেড়া চুরির জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, শাস্তি দেওয়া হচ্ছে একারনেই যে, ভেড়া যাতে আর চুরি না যায় (you are not punished for stealing sheep, but in order that sheep may not be stolen. J. Mackenzie : ***A manual of Ethics,*** P 374)।" সুতরাং অপরাধ নিবারণ করার নিমিত্তই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।

অপরাধীকে এভাবে শাস্তি দানের মাধ্যমে সমাজের সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক মঙ্গলকেই সূচিত করা হয়। আর প্রতিরোধাত্মক মতবাদে এরূপ করা হয় বলেই সেখানে উপযোগবাদের (utilitarianism) তত্ত্বটি প্রতিফলিত। উপযোগবাদের বিশ্বাসগত ভিত্তি হল—মানুষ সাধারণত সুখ অন্বেষণ করে, এবং দুঃখকে পরিহার করতে চায়। দুঃখকে পরিহার করতে চায় বলেই মানুষ অপরাধ ক্রিয়া সম্পন্ন করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কারণ, অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হবে, এবং তা অবশ্যই দুঃখ আনয়ন করে। এভাবেই প্রতিরোধাত্মক মতবাদ অপরাধ কর্মকে প্রতিরোধ করে।

শাস্তি সম্পর্কিত এই ধরনের মতবাদ অনেক সময় লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডকে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করে। অনেক সময় আবার এরূপ তত্ত্বে মৃত্যুদণ্ডকেও সমর্থন করার

Scanned with CamScanner

কথা ঘোষণা করে। কারণ, এরূপ মতবাদের উদ্দেশ্যই হল যখন শাস্তিকে একটা দৃষ্টান্ত রূপে উপস্থাপিত করা, সেক্ষেত্রে গুরুদণ্ডের বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। দণ্ডের গুরুত্ব বা পরিমাণ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, ততই মানুষের মনে ভয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে তারা একই ধরনের অপরাধ ক্রিয়া সম্পন্ন করা থেকে নিবৃত্ত হবে।

প্রতিরোধাত্মক মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Deterrent Theory) : প্রতিরোধাত্মক মতবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের উপস্থাপনা সত্ত্বেও এই মতবাদটি অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতবাদের বিরুদ্ধে তাই নিম্নোক্ত সমালোচনাগুলি উপস্থাপিত হতে পারে।

প্রথমত, এরূপ মতবাদের মৌল ভিত্তিটি আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিরোধী। কারণ অনেক ক্ষেত্রে তা প্রতিরোধের পরিবর্তে অধিকতর ক্রূরতা বা হিংস্রতাকেই আনয়ন করে। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা শাস্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পর আরো হিংস্রতা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বসবাস করে, এবং সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে যাতে সে শাস্তি প্রদানকারী ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে সামাজিক মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলেরই অধিকতর সূচনা হতে পারে। ফলত এক্ষেত্রে অপরাধীর যে মনস্তাত্ত্বিক বিশেষণটি করা হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক নৈতিক অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর মতে, "এক্ষেত্রে একজন মানুষ তথা অপরাধীকে শুধু "উপায়" (means) রূপে ব্যবহার করা হয়েছে, "উদ্দেশ্য" (end) হিসেবে নয় (treating a man as a mere means, not and end in himself. J. Meckenzie : ***A manual of Ethics*** : P 395)"। অর্থাৎ, এই যদি শাস্তির উদ্দেশ্য হয় তাহলে, এর অর্থ হল কোন অপরাধীকে শাস্তিদানের মাধ্যমে তার নিজের মঙ্গল বা কল্যাণকে সূচিত না করে অপরের মঙ্গল বা কল্যাণকে সূচিত করা হয়। ফলত, অপরের মঙ্গলার্থে একজন অপরাধীকে উপায় (means) রূপে ব্যবহার করা হয়—যা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই নিন্দনীয়। কারণ, কোন মানুষকেই আমাদের কোন প্রকার উদ্দেশ্য চরিতার্থের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে কান্ট তাই বলেন—"প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তিকে সব সময়ই লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার কর, উপায় হিসাবে নয় (Treat every rational being always as an end and never as a means. I Kant, ***Metaphysic and Morals*** : Sec II, P 46)"।

তৃতীয়ত, নীতিবিজ্ঞানী লিলিও (W. Lillie) তাঁর গ্রন্থে এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন যে, "প্রতিরোধাত্মক মতবাদের যথার্থ দুর্বলতা হল—যদি শাস্তি প্রদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় অপরাপর ব্যক্তিদের অন্যায় কর্ম থেকে বিরত করা, তাহলে যার শাস্তি হয় সে নিজে নিরপরাধী না অপরাধী—তা মোটেই বিবেচ্য হয় না (the real weakness of deterrent theory is that if the only purpose of punishment is to defer people from wrong doing, it does not really matter

Scanned with CamScanner

whether the person punished is himself innocent or guilty. W. Lillie : *An Introduction to Ethics* : P 253)।"

চতুর্থত, বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে যদি সমাজকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে শাস্তি সম্পর্কিত এরূপ মতবাদটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। কারণ, বাস্তবে আমরা পর্যবেক্ষণ করি যে, সমাজে নিত্যনূতন অপরাধ কর্ম সংঘটিত হয়েই চলেছে, তার কোন সংকোচন নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাস্তির এরূপ মতবাদ যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই উদ্দেশ্যটি আদৌ কার্যকরী নয়। এই মতবাদটি তাই একটি বন্ধ্যা মতবাদের সমতুল। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, অপরাধীকে নরহত্যার জন্য প্রাণদণ্ডের মতো কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করেও সমাজকে নরহত্যা থেকে মুক্ত করা যায় নি।

পঞ্চমত, আধুনিক কালের অনেক নীতিবিজ্ঞানী ও সমাজ দার্শনিক মনে করেন যে, শাস্তি নয়, মানুষের মধ্যে যদি সুপ্ত নৈতিকতাকে যথাযথভাবে জাগরিত করা যায়, তাহলে বোধ হয় সমাজে অপেক্ষাকৃত অনেক কম অপরাধ ক্রিয়া সংঘটিত হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হল অপরাধীর সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার। এরূপ ব্যবহারের ফলেই তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে এবং অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবে।

ষষ্ঠত, আধুনিক কালে মানুষের অধিকার ও স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বহু সংস্থাই পরিলক্ষিত হয় যারা শাস্তির বিষয়টিকে ভাল চোখে দেখে না। তারা চায় শাস্তির পরিবর্তে তাদের চরিত্রগত সংশোধন। ন্যূনতম শাস্তির মাধ্যমে কারাগারে থেকেও অপরাধী চরিত্রগত সংশোধন হতে পারে। এজন্যই তারা 'কারাগার' শব্দটির পরিবর্তে "সংশোধনাগার" শব্দটির প্রয়োগে অধিক আগ্রহশীল। তাঁরা আরো মনে করেন যে, কতটা শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন একজন অপরাধীকে, তারও কোন স্বচ্ছ ধারণা বিচারকদেরও নেই। সুতরাং শাস্তির পরিবর্তে চরিত্রগত সংশোধনই অধিকতর কাম্য। এরূপ অভিমতই প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক কালের মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে। শাস্তি সম্পর্কিত সংশোধনাত্মক মতবাদেরও অভিমত হল অনেকটা একই ধরনের।

Scanned with CamScanner

...সংস্কারমূলক মতবাদ (Reformative or Educative Theory) নামে পরিচিত।

প্রতিরোধাত্মক মতবাদ ঃ প্রতিরোধাত্মক মতবাদ অনুযায়ী অপরাধ প্রতিরোধ করাই হলো শাস্তিপ্রদানের উদ্দেশ্য। অপরাধ প্রতিরোধের জন্য অপরাধীর মনে ভীতির সঞ্চার করে অপরাধমূলক আচরণ থেকে বিরত করানোর জন্যই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়। ফলে ঐ ব্যক্তি যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ অপরাধমূলক আচরণ না করে এবং একই সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিও যাতে অনুরূপ অপরাধমূলক আচরণ করতে সাহস না পায় সেজন্য অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে। সংক্ষেপে, এই মতবাদে এটাই বলা হয়েছে যে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া দরকার এই কারণে যাতে আর কেউ এই ধরনের অপরাধ না করে। লিলি বলেছেন, "যে অপরাধ করেছে তাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো অন্যেরা যাতে একই অপরাধ না করে"।[৩] ম্যাকেঞ্জীও প্রায় একই সুরে অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ করেছেন।

প্রতিরোধাত্মক মতবাদের সারকথা এক বিচারকের একটি অতি-পরিচিত বিখ্যাত উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। উক্তিটি হলো ঃ "**তোমাকে ভেড়া চুরি করার জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, তোমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ ভেড়া চুরি না করে"। এই মতবাদ অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড সমর্থনযোগ্য।** কারণ, কোন অপরাধীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ যদি অন্য ব্যক্তিদের বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই সঙ্গত।

কিন্তু নীতিবিদ্‌গণ শাস্তির এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, এই মতবাদটি অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য অপরাধীকে উপায় হিসাবে গণ্য করে তার শাস্তি বিধানের কথা বলেছে। কিন্তু কোন মানুষকেই অন্যের কল্যাণের উপায় হিসাবে বিবেচনা করা চলে না। মানুষের মূল্যেই তাকে বিচার করা উচিত, তাকে সর্বদাই লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কখনোই উপায় হিসেবে নয়। লিলি এই মতবাদটির দুর্বলতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য যদি কেবলমাত্র অন্য ব্যক্তিদের অপরাধমূলক বা অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত করা হয়, তাহলে যাকে শাস্তি দেওয়া হলো সেই ব্যক্তি দোষী না নির্দোষ তাতে কিছু যায় আসেনা। এই শাস্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে মৌলিক আপত্তিটি হলো এই যে, অপরাধীকে ভয় দেখিয়ে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় অপরাধের উৎস ও চরিত্রকে ভুল করা হচ্ছে। কারণ, শুধুমাত্র ভয়ে অপরাধের

৩. "The purpose of punishing anyone who has done wrong is to deter others from doing the same wrong". *Introduction to Ethics,* William Lillie.

Scanned with CamScanner

কার্যকারণ দূর হয় না; সাময়িকভাবে মাত্র তাকে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। অপরাধ আলোচ্য বিষয় হওয়ার পরিবর্তে ভবিষ্যত অপরাধী শাস্তির লক্ষ্য হয়ে পড়ে। এ সমস্ত কারণে প্রতিরোধাত্মক মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

Scanned with CamScanner